কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 OCT 2017
২ ... ৪

ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে মাদরাসা শিক্ষক আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ▷

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নন্দনপুর কাদেরিয়া দাখিল মাদরাসার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকের নাম ইমাম হোসেন। সম্প্রতি আট ছাত্রী এ বিষয়ে মাদরাসা সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে। ২৪ ছাত্রী মাদরাসায় না আসার কারণ হিসেবে ওই শিক্ষকের যৌন হয়রানির কথা উল্লেখ করেছে। তবে এ ঘটনায় মাদরাসা সুপার ওই শিক্ষককে কেবল নিয়ম রক্ষার কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) জারি করেই দায় সেরেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির বিষয়ে মাদরাসা পরিচালনা কমিটির এক সভা আয়োজন করা হয়। এ সময় ওই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাদরাসা ছুটি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ মাদরাসা থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক ইমাম হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই মাদরাসায় প্রায় দুই বছর আগে ইমাম হোসেন যোগদান করেন। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের খানপুর গ্রামের আবদুল খালেকের ছেলে ইমাম শুরু থেকেই ছাত্রীদের মাদরাসার পাশের এক বাড়িতে প্রাইভেট পড়ানোর নামে যৌন হয়রানি করে আসছিলেন। একাধিক ছাত্রী বিষয়টি মাদরাসা সুপারকে বেশ কয়েকবার জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি। মাদরাসার আট ছাত্রী এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করে। এরপর মাদরাসা সুপার ইমাম হোসেনকে গত ১০ অক্টোবর কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। এরপর ইমাম হোসেন আত্মগোপনে চলে যান। ১২ অক্টোবর তিনি শোকজের জবাব দেন।

এ বিষয়ে মাদরাসা সুপার মো. আতিকুর রহমান বলেন, শিক্ষক ইমামের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের লিখিত অভিযোগ পেয়ে দুইবার তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। জবাবে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আবুল কাশেম বলেন, বিষয়টি লজ্জাজনক। এ বিষয়ে মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভা করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে পুলিশে সোর্পদ করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি লোকমান হোসেন জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। ছাত্রীদের অভিভাবকরা থানায় এখনো আসেননি। তাঁদের লিখিত অভিযোগের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।